রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ১১, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ৪০৮-আইন/২০২৪।—মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ আইন);

(খ) "আদর্শমাত্রা" বা "পুষ্টিমান" অর্থ মৎস্যের পুষ্টি সাধন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মৎস্যখাদ্যে তফসিল-৮ এ বর্ণিত মাত্রার পুষ্টি উপাদান এবং এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, মহাপরিচালক কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত মাত্রার মৎস্যখাদ্যের পুষ্টি উপাদান;

(গ) "উৎস সনাক্তকরণ" অর্থ মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংগ্রহ বা প্রাপ্তির উৎস চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা উপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত, আমদানি, রপ্তানি, মজুদ এবং ক্রয় ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক ধাপে গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিক তথ্য সংরক্ষণ;

(ঘ) "কনসাইনমেন্ট" অর্থ রপ্তানি বা আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করিবার উদ্দেশ্যে ঘোষিত এক বা একাধিক লটে উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজাতকৃত বা মজুদকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ, যাহা একটি চালানপত্রের মাধ্যমে রপ্তানি বা আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করা হয়;

মূল্য : টাকা ৭০.০০

(ঙ) "কারিগরি জনবল" অর্থ মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কারিগরি কাজের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীসহ এতৎসংশ্লিষ্ট কারিগরি কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মের প্রকৃতি অনুসারে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্নাতক বা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী ব্যক্তি;

(চ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যূন নবম গ্রেডের কোনো কর্মকর্তা;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(জ) "নির্দিষ্ট ফি" অর্থ তফসিল-১৪ তে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ফি;

(ঝ) "ফরম" অর্থ তফসিল-১৩ তে সংযোজিত কোনো ফরম;

(ঞ) "ফিড এডিটিভস্" অর্থ মৎস্যখাদ্যে মিশ্রিত তফসিল-৯ এ বর্ণিত কোনো পুষ্টিযুক্ত বা পুষ্টিবিহীন উপাদান, যাহা উক্ত খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে;

(ট) "ফিড প্রিজারভেটিভ" অর্থ মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত এইরূপ কোনো উপাদান, যাহা সংশ্লিষ্ট খাদ্যের পুষ্টিমান ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে সক্ষম;

(ঠ) "ফিড বাইন্ডার" অর্থ মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত তফসিল-১০ এ বর্ণিত কোনো উপাদান, যাহা উক্ত খাদ্যের উপকরণসমূহকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংযুক্ত করিয়া রাখে যেন উহারা দ্রুত পৃথক না হইয়া পড়ে;

(ড) "মহাপরিচালক" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঢ) "মৎস্যখাদ্য" অর্থ মৎস্যের জীবনধারণ ও অপুষ্টি হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে তফসিল-৪, তফসিল-৫, তফসিল-৬ ও তফসিল-৭ এ বর্ণিত মাত্রার বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বা উপাদানের মিশ্রণসহ, ক্ষেত্রমত, উক্ত খাদ্যে সংযোজিত তফসিল-৯ ও তফসিল-১০ এ বর্ণিত ফিড এডিটিভস্ বা ফিড বাইন্ডার, এবং এতদুদ্দেশ্যে সময় সময়, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, মহাপরিচালক কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মৎস্যখাদ্য হিসাবে ঘোষিত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্য উপাদান বা উহাদের মিশ্রণ;

(ণ) "মৎস্যখাদ্য উপকরণ" অর্থ মৎস্যখাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত তফসিল-৪, তফসিল-৫, তফসিল-৬ ও তফসিল-৭ এ বর্ণিত মাত্রার খাদ্য উপাদানসহ পানিতে মৎস্যের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এক বা একাধিক জৈব ও রাসায়নিক উপাদান বা উহাদের মিশ্রণ এবং, এতদুদ্দেশ্যে সময় সময়, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, মহাপরিচালক কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত মাত্রার অন্যান্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ;

(ত) "মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা" অর্থ মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৮ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৪) তে সংজ্ঞায়িত মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা;

(থ) "লট" বা "ব্যাচ" অর্থ একটি কারখানায় একই সময়ে এবং একই পরিবেশে উৎপাদিত কোনো পণ্য;

(দ) "লাইসেন্স" অর্থ মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত বিধি ৩ এর অধীন প্রদেয় লাইসেন্স;

(ধ) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ; এবং

(ন) "স্বাস্থ্য সনদ'' অর্থ বিধি ১৮ তে উল্লিখিত স্বাস্থ্য সনদ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন ও লাইসেন্স প্রদান।**—(১) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আবেদনের নির্দিষ্ট ফিসহ, ক্ষেত্রমত, ফরম-১, ফরম-২, ফরম-৩, ফরম-৪ বা ফরম-৫ এ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ফরম এবং বিধি ৪ এ উল্লিখিত দলিলাদি ও কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় আবেদন অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবলিংকের মাধ্যমে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ই-ফরমে, সংশ্লিষ্ট ফরমে বর্ণিত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি সংযুক্ত করিয়া, দাখিল করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে বর্ণিত তথ্য এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ও বিবেচনার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানা, প্রতিষ্ঠান, সংরক্ষণাগার বা স্থান পরিদর্শন করিতে বা, প্রয়োজনবোধে, তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য যাচনা করিতে পারিবে।

(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্র এবং উহার সহিত সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া উহা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, ফরম-৭, ফরম-৮, ফরম-৯, ফরম-১০, ফরম-১১ ও ফরম-১২ অনুযায়ী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন এবং উহার সহিত সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করিবার পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, সংশ্লিষ্ট আবেদনটি অসম্পূর্ণ এবং এই বিধিতে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা সমীচীন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণ করিবার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) আবেদনকারী উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্ত প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদন মঞ্জুর করতঃ, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৭) কোনো আবেদনকারী উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ফরম-১৩ অনুযায়ী আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৮) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, আবেদনকারী এই বিধিতে উল্লিখিত শর্তাবলির মধ্যে অধিকাংশ শর্ত পূরণ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং আবেদনকারীকে বিধি (৫) এ উল্লিখিত সুযোগ প্রদান করা হইলেও উক্ত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণ করিতে সক্ষম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আবেদনকারীর আবেদন সরাসরি নামঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ফরম-১৩ অনুযায়ী আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৯) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান যে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানার লাইসেন্সধারী মালিকের সহিত রেজিস্টার্ড চুক্তিনামা সম্পাদন করিয়া চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত করা যাইবে, তবে এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই বিধিতে উল্লিখিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(১১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্সে যে কোনো শর্ত অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

(১২) উপ-বিধি (৯) এ উল্লিখিত চুক্তিনামা সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী সংশ্লিষ্ট কারখানার নিজস্ব বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অধিক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত করিতে পারিবেন না;

(খ) চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী হিসাবে লাইসেন্সধারীকে নিজস্ব ব্রান্ড নামে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বাজারজাত করিতে হইবে; এবং

(গ) বস্তা বা প্যাকেটের গাঁয়ে কারখানার স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা এবং, প্রস্তুতকার, প্রক্রিয়াজাতকারক ও বাজারজাতকারক হিসাবে, চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারীর লাইসেন্সে উল্লিখিত নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৩) চুক্তি মোতাবেক মূল্য গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মজুদ এবং মান পরীক্ষার জন্য মূল কারখানার মালিক উহার নিয়ন্ত্রণাধীন স্থান এবং ল্যাবেরেটরি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন।

(১৪) আইন ও এই বিধিমালার যে সকল বিধান মূল কারখানার মালিকের জন্য প্রযোজ্য, তাহা, ক্ষেত্রমত, চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারীর জন্যও প্রযোজ্য হইবে।

৪। **লাইসেন্সের আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র।**—লাইসেন্সের আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি ও কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্সের জন্য অবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

(১) হালনাগাদ আয়কর সনদ;

(২) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ ;

(৩) জমির মালিকানা বিষয়ক রেজিস্টার্ড লিজ বা ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তি বা নিজ নামের হাল খতিয়ান;

(৪) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(৫) তফসিল-১ এ বর্ণিত সুবিধাদি বিদ্যমান মর্মে ঘোষণাপত্র;

(৬) কারখানার লে-আউট প্লান;

(৭) বার্ষিক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতার তথ্যসহ ঘোষণাপত্র;

(৮) কারিগরি জনবল সংক্রান্ত তথ্য;

(৯) উত্তম প্রক্রিয়াজাতকরণ অনুশীলন প্রতিপালন করিবেন মর্মে প্রতিশ্রুতিপত্র;

(১০) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্ণনা; এবং

(১১) পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র;

(খ) চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর ক্ষেত্রে—

(১) হালনাগাদ আয়কর সনদ;

(২) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ ;

(৩) মূল কারখানার মালিকের লাইসেন্সের কপি;

(৪) মূল কারখানার মালিকের সহিত সম্পাদিত রেজিস্টার্ড চুক্তির সীলমোহরকৃত কপি (certified copy);

(৫) ট্রেড লাইসেন্স;

(৬) তফসিল-২ এ বর্ণিত সুবিধাদি মূল কারখানায় বিদ্যমান মর্মে ঘোষণাপত্র;

(৭) উৎপাদিত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মজুদাগারের ঠিকানাসহ বর্ণনা; এবং

(৮) উত্তম প্রক্রিয়াজাতকরণ অনুশীলন প্রতিপালন করিবেন মর্মে প্রতিশ্রুতিপত্র;

(গ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি বা রপ্তানির লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর ক্ষেত্রে—

(১) আমদানি বা রপ্তানির লাইসেন্স;

(২) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ;

(৩) হালনাগাদ আয়কর সনদ;

(৪) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(৫) তফসিল-৩ এ বর্ণিত সুবিধাদি বিদ্যমান মর্মে ঘোষণাপত্র;

(৬) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ গুদামজাতকরণ উপযোগী, মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্থাপনার ঠিকানা ও লে-আউট প্লান;

(৭) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারী দেশের মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধিমালা বা নীতিমালার, যদি থাকে, নাম;

(৮) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের রাসায়নিক ও জৈব নিরাপত্তা সংক্রান্ত সনদ প্রদানকারী রপ্তানিকারী দেশের এক্রিডেটেড কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইটের নামসহ); এবং

(৯) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ গুদামের সক্ষমতা (মেট্রিক টন);

(ঘ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ খুচরা বা পাইকারী বিক্রয়ের লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর ক্ষেত্রে—

(১) গুদামসহ, যদি থাকে, বিক্রয়স্থলের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা;

(২) জমি বা দোকানের মালিকানা সংক্রান্ত রেজিস্টার্ড লিজ বা ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তি বা নিজ নামের হাল খতিয়ান;

(৩) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ;

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট সনদ;

(৫) ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; এবং

(৬) কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সনদ।

৫। **নির্দিষ্ট ফি, ইত্যাদি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স ও লাইসেন্স নবায়নের আবেদন, লাইসেন্স ও ডুপ্লিকেট লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন, আমদানি ও রপ্তানির অনাপত্তিপত্র এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সনদ, ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য সনদ ও সংশোধিত স্বাস্থ্য সনদসহ উক্ত সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তফসিল-১৪ তে উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, বিষয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সকল ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ১৪২২১৯৯ 'অন্যান্য লাইসেন্স ফি' কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, এই বিধিমালার অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে, সময় উল্লেখপূর্বক, নির্দিষ্ট ফি জমাদানের জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে সরাসরি, ডাকযোগে, মোবাইল বার্তা, ই-মেইলে অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অবহিত করিবে এবং আবেদনকারীকে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কোডে উক্ত ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট ফি এর সহিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর বা অগ্রিম আয়কর আদায়যোগ্য হইবে।

৬। **লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন।**—(১) এই বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্দিষ্ট ফি'সহ লাইসেন্স নবায়নের জন্য ফরম-৬ এ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) আবেদনকারী কর্তৃক আইন, এই বিধিমালা ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে, তাহা হইলে বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, লাইসেন্স নবায়ন করিবে; অথবা

(খ) আবেদনকারী আইন, এই বিধিমালা ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন নাই, তাহা হইলে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবে এবং ফরম-১৩ অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহীতাকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের আবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৭। **ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ও লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন, ইত্যাদি।**—(১) লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইয়া পাঠোদ্ধারযোগ্য না থাকিলে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট থানায় দায়েরকৃত সাধারণ ডায়েরীর কপিসহ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স গ্রহণের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ একই নামে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে 'ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যুকৃত' মর্মে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবে।

(৩) ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্স গ্রহণের পর লাইসেন্স গ্রহণকারী যে নামে লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছেন উহা পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে, কারণ উল্লেখপূর্বক, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কোনো অপরাধের দায় এড়াইবার জন্য নহে বা কোনো দেনার দায় এড়াইবার জন্য নহে এইরূপ ঘোষণা সংবলিত এফিডেভিট;

(খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) মোতাবেক কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি হইলে পরিবর্তিত নামের নিবন্ধিত সনদ;

(গ) অন্যূন ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তির কপি;

(ঘ) বিদ্যমান ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্সের মূল কপি;

(ঙ) কোনো রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হইলে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণের কপি; এবং

(চ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচিত অন্য যে কোনো কাগজপত্র।

(৫) উপ-বিধি (৪) অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে এবং অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন করিবার আদেশ প্রদান করতঃ বিদ্যমান লাইসেন্স বাতিলপূর্বক নূতন নামে লাইসেন্স ইস্যু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিবে।

(৬) লাইসেন্সের নাম পরিবর্তনের আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে, কারণ উল্লেখপূর্বক, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন কোনো লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন করা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোনো পক্ষ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে দায়ী করিতে পারিবে না।

(৮) লাইসেন্সের নাম পরিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হইবে।

৮। **মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টি উপাদানের মাত্রা ও আদর্শমাত্রা, ইত্যাদি।**—(১) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের গুণগত মান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে, আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তফসিল-৪, তফসিল-৫, তফসিল-৬, তফসিল-৭ ও তফসিল-৮ এ উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, খাদ্য উপাদান এবং পুষ্টি উপাদানের মাত্রা ও আদর্শমাত্রা অনুসরণপূর্বক মৎস্যভিত্তিক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণে তফসিল-৯ এবং তফসিল-১০ এ উল্লিখিত ফিড এডিটিভস্ ও ফিড বাইন্ডার ব্যতীত অন্য কোনো ফিড এডিটিভস্ ও ফিড বাইন্ডার ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিতভাবে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত অন্য কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ বা পরিবহন করা যাইবে না।

(৪) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো প্রজাতির মৎস্যের জন্য প্রস্তুতকৃত মৎস্যখাদ্যের ফিড এডিটিভস্ ও ফিড বাইন্ডার এবং আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে অথবা সংশ্লিষ্ট তফসিলে উল্লিখিত ফিড এডিটিভস্ ও ফিড বাইন্ডার এবং আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। মৎস্যখাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য, ইত্যাদি।—(১) তফসিল-১১ তে উল্লিখিত রাসায়নিক দ্রব্য এবং তফসিল-১২ তে উল্লিখিত গ্রহণযোগ্য মাত্রার অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণে উক্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য, এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড বা কীটনাশককে, ক্ষেত্রমত, তফসিল-১১ বা তফসিল-১২ এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে অথবা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য, এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড বা কীটনাশককে উক্ত তালিকা হইতে বিযুক্ত করিতে পারিবে।

১০। **মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান নির্ণয় পদ্ধতি।**—(১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান নির্ণয়ের লক্ষ্যে, বিধি ১১-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের নমুনা সংগ্রহকরতঃ নির্দিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

(২) বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যাইবে, যথা:—

(ক) আমিষ: জেলডাল পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি;

(খ) তৈল: সলভেন্ট এক্সট্রাকসন (এসিটন বা ইথার এক্সট্রাকসন) পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি;

(গ) জলীয়: ১০৫°-১১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেন ড্রাইং পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি;

(ঘ) ভস্ম বা ছাই: ৬০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৬ (ছয়) ঘণ্টা ফার্নেস বার্ণিং পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি;

(ঙ) আঁশ: সলভেন্ট এক্সট্রাকসন এবং এসিড ও অ্যালকালি পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি;

(চ) শর্করা: আমিষ, তৈল, আর্দ্রতা, ছাই এবং আঁশের শতকরা হারে নির্ণয়কৃত মান বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ শর্করা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে; এবং

(ছ) ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান: বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো রাসায়নিক পরীক্ষণ পদ্ধতি।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান পরীক্ষণে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

১১। মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরীক্ষা।—(১) দেশে উৎপাদিত বা আমদানিকৃত কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করিবার যে কোনো পর্যায়ে গুনগতমান মান যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা উপকরণ পরীক্ষা করা যাইবে।

(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, আমদানিকারী, রপ্তানিকারী ও বিক্রেতাকে এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা উপকরণ উৎপাদন কারখানা, গুদাম, পরিবহন বা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, ম্যানেজার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানপূর্বক বা, প্রয়োজনে, নোটিশ প্রদান ব্যতীত, পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন কারখানা, গুদাম, পরিবহন বা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির সম্মুখে প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে অন্যূন ৩ (তিন)টি নমুনা সংগ্রহ করিবেন।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (২) এর অধীন সংগৃহীত নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিয়া প্যাকেটের গায়ে নমুনা সংগ্রহের তারিখ ও সময়, নমুনা সংগ্রহ স্থানের পূর্ণ ঠিকানা, যাহার বা যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইবে উহার নাম, লাইসেন্স নম্বর, নমুনার লট বা ব্যাচ নং, ব্রান্ড নাম, বস্তা বা প্যাকেটের গায়ে উদ্ধৃত উপকরণ ও উহার পরিমাণের বিবরণী উল্লেখ করিয়া বিবরণী পত্রে নিজে স্বাক্ষর করিয়া উপস্থিত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন, তবে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন কারখানা, গুদাম, পরিবহন বা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত যে কোনো ২ (দুই) জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৪) যে বস্তা বা প্যাকেট হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইবে সেই বস্তা বা প্যাকেটের গায়ে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বিবরণীর একটি কপি সংযুক্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট বস্তা বা প্যাকেট সিলগালা করিয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিক্রেতা বা আমদানিকারীর নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, কারখানা বা গুদামের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা ডিলারের হেফাজতে প্রদান করিবেন এবং পরীক্ষার ফলাফলে বা এই বিধিমালার ব্যত্যয় না ঘটিলে বস্তা বা প্যাকেটের সিলগালা খুলিয়া সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৫) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (২) এর অধীন সংগৃহীত নমুনা ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে নির্দিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন এবং, নমুনা প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি সংশ্লিষ্ট নমুনার পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট উহার প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৬) কোনো মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের গুণগতমান পরীক্ষা করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে অথবা নমুনা প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত ল্যাবরেটরি, কারণ উল্লেখপূর্বক, ক্ষেত্রমত, সংগৃহীত নমুনা অবিকৃত অবস্থায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিবে, এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, দেশের বা বিদেশের, অন্য কোনো ল্যাবরেটরিতে উহা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৭) কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ প্রস্তুতকারক এই বিধির অধীন কোনো পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বা সংগৃহীত নমুনা পুনঃপরীক্ষার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নমুনা পুনঃপরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, দেশে বা বিদেশের, অন্য কোনো ল্যাবরেটরিতে পুনঃপরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের নমুনা এই বিধির অধীন ২ (দুই)টি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া গেলে উক্ত নমুনা তৃতীয় কোনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৯) কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের নমুনা ৩ (তিন) টি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে (দুই)টি ল্যাবরেটরির পরীক্ষার ফলাফল অনুরূপ বা কাছাকাছি হইবে, তাহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্যের উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান চূড়ান্ত করিতে হইবে।

(১০) এই বিধির অধীন মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের নমুনা ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ, প্যাকেজিং ও পরীক্ষার যাবতীয় খরচ সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা প্রতিনিধি বহন করিবেন।

১২। **বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি।**—(১) কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ক্ষতিকর, ভেজাল বা নিম্নমানের প্রমাণিত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের ধারা ১৬ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং, দেশে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত হইলে, উহা উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সমুদয় বা অংশবিশেষ সরকার বরাবর বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বা যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হইলে বিষয়টি ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) পঁচা বা মেয়াদ উত্তীর্ণ মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ, ব্যবহার, উৎপাদন, বিক্রয় বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মজুদ বা বাজারজাত করা হউক বা না হউক, সরকার বরাবর বাজেয়াপ্ত হইবে ।

(৪) পঁচা বা মেয়াদ উত্তীর্ণ মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করা হইলে বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আইনের ধারা ১৬ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের এতৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসারে বিনষ্ট করিতে হইবে এবং বিনষ্ট করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, আমদানিকারী, বিপণনকারী, বিতরণকারী বা বিক্রয়কারী, যিনি দায়ী হইবেন, বহন করিবেন।

১৩। **মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ প্রত্যাহার ও বিনষ্টকরণ।**—(১) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, যৌক্তিক কারণে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা তদধীন কোনো দপ্তরের পরীক্ষণ প্রতিবেদনসহ, বা প্রতিবেদন ব্যতীত, অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হইলে, আইনের ধারা ১৬ অনুসারে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বাজেয়াপ্তযোগ্য প্রতীয়মান হইলে, নিম্নবর্ণিত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ প্রত্যাহারপূর্বক বিনষ্ট করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারী, কারখানার মালিক বা পরিচালক অথবা গুদামজাতকারী বা বিক্রেতাকে লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং অনুরূপ আদেশের কপি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদানপূর্বক বিষয়টি নিশ্চিত করিতে আদেশ প্রদান করিবেন, যথা:—

(ক) লাইসেন্সবিহীন বা অবৈধ লাইসেন্সধারীর কারখানায় উৎপাদিত বা উৎপাদনের যে কোনো পর্যায়ে স্থিত যে কোনো পরিমাণের মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মজুদ;

(খ) মেয়াদ উত্তীর্ণ যে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ;

(গ) আইনের ধারা ১৩ বা এই বিধিমালা বা সরকারের কোনো নির্দেশ প্রতিপালন না করা;

(ঘ) এই বিধিমালার অধীন নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদনে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আদর্শমাত্রার নিম্নে;

(ঙ) নিষিদ্ধ খাদ্য উপকরণ বা এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড, কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় বা ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি বা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত;

(চ) ক্ষতিকর, ভেজাল, দূষিত, অস্বাস্থ্যকর বা পঁচা মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ; এবং

(ছ) অন্য যে কোনো কারণে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ নির্দিষ্ট কোনো মৎস্যের খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের লট বা ব্যাচের সমুদয় মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য খাদ্যোপকরণ কোথায় এবং কোন্ অবস্থায় আছে তাহা যাঁচাই করিতে লিখিত তথ্য যাচনা করিবেন এবং অনুরূপ তথ্য যাচনা করা হইলে সংশ্লিষ্ট মালিক, বিপণনকারী, গুদামজাতকারী, আমদানিকারী, বিতরণকারী বা বিক্রেতা তাহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আদেশপ্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ এই বিধিমালার বিধান অনুসারে অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় প্রত্যাহার ও বিনষ্ট করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন প্রত্যাহারকৃত এবং বিনষ্টকৃত কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

১৪। **উৎস সনাক্তকরণ।**—(১) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মজুদকারী, পরিবহনকারী, আমদানিকারী, রপ্তানিকারী ও বিক্রয়কারীকে মহাপরিচালক কর্তৃক আদেশ দ্বারা অনুমোদিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট আদেশে নির্দিষ্টকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের উৎস সনাক্তকরণ তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) পরিদর্শনকালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের উৎস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করিবেন এবং পরিদর্শনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনে কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে, মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মজুদকারী, পরিবহনকারী, আমদানিকারী, রপ্তানিকারী ও বিক্রয়কারীকে যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের উৎস সনাক্তকরণ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) উৎস সনাক্তকরণ পদ্ধতি অনুসৃত না হইলে মহাপরিচালক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি বা রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের আবেদন নামঞ্জুর করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৫। **মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ, ইত্যাদি।**—(১) মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্য স্যাঁতসেতে নয় এমন পরিষ্কার কক্ষে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা পাশাপাশি বা একই কক্ষে রাখা যাইবে না।

(২) প্রতিটি মৎস্যখাদ্য উপকরণ 'আগে আগমন আগে ব্যবহার' পদ্ধতিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহনে বোঝাই করিবার পূর্বে জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।

(৪) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের উৎস, আগমন, মজুত, ব্যবহার বা বিক্রয় বিষয়ক রেকর্ড বা তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কনসেন্ট্রেট—

(ক) যে কক্ষে রাখা হইবে তাহা পরিচ্ছন্ন এবং প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাস যাতায়াতের সুব্যবস্থা-সংবলিত হইতে হইবে;

(খ) নির্দেশিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত দ্রব্যাদি বা কনসেন্ট্রেট এর নাম, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং বিপদজনক হইলে উহার সতর্ক চিহ্ন লেবেলিং করিতে হইবে; এবং

(গ) মেয়াদোত্তীর্ণ হইলে উহা সংরক্ষণ বা ব্যবহার করা যাইবে না এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হইলে সতর্কবাণী উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) meat and bone meal বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রক্রিয়াজাত রক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের পাশাপাশি রাখা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

(৭) খোলা অবস্থায় বা ছেঁড়া বস্তায় কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ করা যাইবে না।

(৮) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি রুটিন ভিত্তিতে পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) অপদ্রব্য বা ভেজাল দ্রব্য মিশ্রণ রোধে পর্যাপ্ত নজরদারি থাকিতে হইবে।

(১০) মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্য কোনোক্রমেই মেঝের ওপর রাখা যাইবে না এবং ঘরের দেয়াল হইতে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার দূরে ও মেঝে হইতে অন্যূন ৭ (সাত) সেন্টিমিটার উপরে কাঠের বা স্টেইনলেস স্টীলের পাটাতন, মাচা বা তাকের ওপর মজুদ করিতে হইবে।

(১১) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণকে ইঁদুর বা পোকামাকড় মুক্ত রাখিতে, বিশেষজ্ঞের মতামতের সাপেক্ষে, স্বল্পমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করা যাইবে।

১৬। **মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি, ইত্যাদি।**—(১) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির জন্য, এলসি (letter of credit) খুলিবার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের পূর্বে, ফরম-১৬ এর মাধ্যমে অনাপত্তির আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ফরমে উল্লিখিত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পত্র মারফত অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার সহিত যোগাযোগক্রমে আবেদনে বর্ণিত তথ্য অনুসন্ধান ও যাঁচাই করিতে পারিবেন।

(৪) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অন্যূন ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও যাচাইঅন্তে সংশ্লিষ্ট আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী আমদানির অনাপত্তির জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-১৮ তে অনাপত্তিপত্র প্রদান করিবেন এবং উহার একটি কপি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট বন্দরের মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা যাচাইঅন্তে, উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কারণ উল্লেখপূর্বক, লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট অনাপত্তিপত্রের আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৬) আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের মান, পরীক্ষণ, প্যাকেজিং, লেবেলিং বিষয়ে এই বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৭) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, জনস্বার্থে, আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের জন্য যে কোনো ভৌত (Physical), জৈব (Biological) এবং রাসায়নিক (Chemical) মান ও মাত্রা সংযোজনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) মহাপরিচালক, এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট বন্দরের জন্য মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তাকে আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বন্দরে আগমনের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করিবার এবং সংশ্লিষ্ট কনটেইনার পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৯) সরকার, জনস্বার্থে, কারণ উল্লেখপূর্বক বা কারণ উল্লেখ ছাড়া, যে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে এবং ইস্যুকৃত অনাপত্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

১৭। **মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানি, ইত্যাদি।**—(১) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির জন্য ফরম-১৭ এর মাধ্যমে অনাপত্তির আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ফরমে উল্লিখিত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পত্র মারফত অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার সহিত যোগাযোগক্রমে আবেদনে বর্ণিত তথ্য অনুসন্ধান ও যাঁচাই করিতে পারিবেন।

(৪) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অন্যূন ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও যাচাইঅন্তে সংশ্লিষ্ট আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী রপ্তানির অনাপত্তির জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-১৯ এ অনাপত্তিপত্র প্রদান করিবেন এবং উহার একটি কপি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট বন্দরের মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা যাচাইঅন্তে, উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কারণ উল্লেখপূর্বক, লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট অনাপত্তিপত্রের আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৬) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ যে দেশে রপ্তানি করা হইবে সেই দেশের বিধি-বিধান এবং পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বিধি-বিধান ও পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি যে পরিমাণে বা আকারে প্রয়োগযোগ্য সেই পরিমাণে ও আকারে প্রতিপালন ব্যতীত রপ্তানির জন্য অনাপত্তিপত্রের আবেদন মঞ্জুর করিবেন না।

(৭) আমদানিকারী দেশের মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান এবং পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি রপ্তানিকারী নিজ দায়িত্বে অবহিত হইবেন এবং মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও শর্তাবলি বিষয়ক প্রমাণক যাচনা করিলে রপ্তানিকারী উৎসসূত্রসহ উহা সরবরাহ করিবেন।

(৮) আমদানিকারী দেশে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান ও পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি অনুসারে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারী বা উৎপাদনকারীর খামার বা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার জন্য প্রতিপালনীয় নির্দেশাবলি সম্পর্কে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে পারিবে।

(৯) মহাপরিচালক, এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট বন্দরের মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে রপ্তানীতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বহির্গমন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করিবার এবং সংশ্লিষ্ট কনটেইনার পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১০) সরকার, জনস্বার্থে, কারণ উল্লেখপূর্বক অথবা কারণ উল্লেখ ছাড়া, যে কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে এবং ইস্যুকৃত অনাপত্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

১৮। **স্বাস্থ্য সনদ, ইত্যাদি।**—(১) স্বাস্থ্য সনদ ব্যতীত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি বা রপ্তানী করা যাইবে না।

(২) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে, এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, রপ্তানীকারী দেশের এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা সাপেক্ষে উক্ত দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, ফরম-১৫ মোতাবেক, স্বাস্থ্য সনদ সংগ্রহ করিতে হইবে, যাহা রপ্তানিকারী দেশের স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা উহার এক্রিডেটেড কর্তৃপক্ষ উহার ওয়েবসাইটে আপলোড করিবে, যেন উহা অনলাইনে যাচাই করা যায়।

(৩) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের যাচিত শর্তে ও পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতঃ সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ স্বাস্থ্য সনদের ফরম প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) আমদানিকারী দেশের মাত্রা বা মান সাপেক্ষে কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন ও সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষণে প্রাপ্ত মান সন্তোষজনক হইলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী রপ্তানির স্বাস্থ্য সনদের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করিবেন এবং আমদানিকারী দেশের মাত্রা বা মান সাপেক্ষে উহা সন্তোষজনক না হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুর আবেদন নামঞ্জুর করিবেন এবং পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকারী দেশ ভেটেরিনারি স্বাস্থ্য সনদ প্রয়োজন মর্মে শর্ত নির্ধারণ করিলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি হইতে উক্ত শর্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরীক্ষা করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়নক্রমে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সনদ সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী পরীক্ষিত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের নমুনা খাদ্যমান রপ্তানির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বিধি ১২ মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন অথবা, উহা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সঠিক মানে আনয়নের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকিলে, উহা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা যাইবে না।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ হইবে ইস্যুর তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন।

(৭) কোনো কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানি করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারী স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-বিধি (৭) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সঠিক থাকিলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী রপ্তানির স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, মূল স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া নূতন স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করিতে পারিবেন, যাহার মেয়াদ ১৫ (পনেরো) দিনের অধিক হইবে না।

(৯) উপ-বিধি (৪) এর অধীন ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য সনদ নষ্ট হইয়া গেলে বা হারাইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(১০) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-বিধি (৯) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সঠিক থাকিলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী রপ্তানির ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য সনদের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, 'ডুপ্লিকেট' সিল প্রদান করিয়া ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য সনদ ইস্যু করিবেন এবং উক্ত সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে মূল স্বাস্থ্য সনদ বাতিল হইবে।

(১১) রপ্তানিকারী, উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদে উল্লিখিত ঠিকানা বা কোনো তথ্য পরিবর্তন অথবা আমদানিকারী দেশের বা আমদানিকারীর চাহিদা অনুসারে উক্ত স্বাস্থ্য সনদের কোনো গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী সংশোধিত স্বাস্থ্য সনদের জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, সংশোধিত স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করিতে পারিবেন।

(১২) ভুল লেবেলিং এর জন্য কোনো কনসাইনমেন্ট বাতিল হইলে উক্ত কনসাইনমেন্টের মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সঠিক লেবেল যুক্ত মোড়ক দ্বারা পুনঃপ্যাকেটজাত করিয়া নূতন কনসাইনমেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে রপ্তানিকারীকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর পুনঃপরিদর্শনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(১৩) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা উপকরণের প্রতিটি উপাদানের উৎস সনাক্তকরণ তথ্য ও সংশ্লিষ্ট উৎপাদন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৪) স্বাস্থ্য সনদ, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, আমদানিকারী দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতি পত্র, চুক্তিপত্র, আমদানিকারী দেশের চাহিদা, সরকার নির্ধারিত ফি ও কর পরিশোধের চালান, ইত্যাদির কোনো একটি জাল বা টেম্পারিং করিয়া মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানি করা হইলে উক্ত কার্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারীর বিরুদ্ধে আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১৫) পণ্যের ওজন, প্যাকিং, লেবেলিং, ইত্যাদি যাচাই সাপেক্ষে পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ ব্যতিরেকে ১০ (দশ) কেজি পর্যন্ত বাণিজ্যিক নমুনার স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করা যাইবে।

(১৬) আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ বন্দরে পৌঁছানোর অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিবরণী ও স্বাস্থ্যসনদসহ আমদানিকারী কর্তৃক লিখিতভাবে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আগমনী বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৭) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (১৬) এর অধীন প্রাপ্ত আগমনী বার্তা সংশ্লিষ্ট বন্দরের মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে প্রেরণপূর্বক নমুনা সংগ্রহের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(১৮) মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা উপ-বিধি (১৭) এর অধীন আদেশ প্রাপ্তির পর এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা কোনো মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি নমুনা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নমুনা পরীক্ষাপূর্বক মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বরাবর উহার প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং বিষয়টি মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন।

(১৯) মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী মান যাচাই করিবেন এবং উক্ত মান সন্তোষজনক হইলে আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ছাড় করিতে কাষ্টমস্ ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে ছাড়পত্র প্রদান করিবেন এবং মান সন্তোষজনক না হইলে ছাড়পত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া বিষয়টি মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারীকে অবহিত করিবেন।

(২০) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (১৯) এর অধীন ছাড়পত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের বিষয়ে অবহিত হইলে, বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান সাপেক্ষে, সমুদয় আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানিকারীর ব্যয়ে রপ্তানিকারী দেশে ফেরত পাঠাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

১৯। **মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরিবহন।**—(১) আমদানি, রপ্তানি বা বাজারজাতকরণের নিমিত্ত, মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরিবহনের সর্বক্ষেত্রে, গুণগতমান ও নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া পরিবহন করিতে, মালামাল উত্তোলন করিবার পূর্বে, উহা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে।

(২) পরিবহনে ব্যবহৃত কনটেইনার বা যানবাহনের স্ট্যাকিং অংশ ধুলাবালিমুক্ত পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করিবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আমদানিকারী, রপ্তানিকারী, উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী বা বাজারজাতকারীর উপর বর্তাইবে।

(৩) রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরিবহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমদানিকারী বা আমদানিকারী দেশের কোনো নির্দেশনা থাকিলে উহা প্রতিপালন করিতে হইবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা নিশ্চিত করিবেন।

২০। **মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ।**—(১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের স্বাস্থ্য সনদের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে বিধৃত তথ্যাদি এবং উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি নিজে পরীক্ষা করিবেন অথবা স্বীয় দপ্তরের অধঃস্তন কোনো কর্মকর্তাকে পরীক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোনো কর্মকর্তা সরেজমিনে রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারীর মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন কারখানা ও গুদাম বা সংরক্ষণাগারে গমন করিবেন এবং সরেজমিনে কারখানা ও গুদাম বা সংরক্ষণাগার পরিদর্শনপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে অন্যূন ৩ (তিন)টি নমুনা সংগ্রহ করিবেন, যথা: -

(ক) আইন ও এই বিধিমালার আলোকে মৎস্যখাদ্য কারখানা কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয়াদি; এবং

(খ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কনসাইনমেন্টের কাঁচামাল গ্রহণ হইতে উৎপাদন, প্যাকেটজাতকরণ ও গুদামজাতকরণের প্রতিটি ধাপে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট ও পণ্যের লেবেলিং।

(৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোনো কর্মকর্তা সংগৃহীত নমুনা এবং পরিদর্শনকৃত মাস্টার কার্টুনের গাঁয়ে তাহার স্বাক্ষর, তারিখ ও পরিচিতি সংখ্যাসহ পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া 'পরিদর্শিত' ট্যাগযুক্ত করিবেন এবং সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষণ ফি বা সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষণ ফি মৎস্যখাদ্য রপ্তানিকারী বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সংগৃহীত নমুনার তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া রপ্তানিকারী বা তাহার প্রতিনিধিকে উক্ত কর্মকর্তা নিজ স্বাক্ষরে নমুনা গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

২১। **রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণের মোড়কজাতকরণ ও লেবেলিং।**—(১) আমদানিকারী দেশের বিধি-বিধান ও চাহিদা এবং আমদানিকারীর নির্দেশিত মতে রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের পাত্র বা কার্টুনসমূহ প্রস্তুত, প্যাকিং, লেবেলিং ও সীলকৃত হইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের লেবেলিং ইংরেজি ভাষায় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রমত, ক্রেতা বা আমদানিকারী কর্তৃক যাচিত অন্য কোনো ভাষায় লেবেলিং করিতে হইলে উক্ত ভাষার পাশাপাশি উহা বাংলা ভাষায়ও লিখিত হইতে হইবে।

২২। **রপ্তানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের কনসাইনমেন্ট বিদেশ হইতে ফেরত।**—বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের কোনো কনসাইনমেন্ট আমদানিকারী দেশ হইতে মানের ব্যত্যয়, প্যাকিং বা লেবেলিংজনিত কারণে বন্দরে ফেরত আসিলে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রপ্তানিকারীকে অবহিত করিয়া, উক্ত কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে কারণ উল্লেখ করিয়া নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিবেন, যথা:—

(ক) আমদানিকারী দেশের কাগজাদি যাচাই করিয়া প্যাকিং বা লেবেলিংজনিত কারণে ফেরত আসিলে কনসাইনমেন্ট পরীক্ষা করিয়া রপ্তানিকারীর আবেদনের ভিত্তিতে, ক্ষেত্রমত, রিপ্যাকিং বা রিলেবেলিংপূর্বক পুনঃরপ্তানি করিতে চাহিলে এই বিধিমালা অনুসারে অনুমতি প্রদানসহ কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট কনসাইনমেন্ট রপ্তানিকারীর অনুকূলে ছাড় প্রদান করিতে লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন;

(খ) আমদানিকারী দেশের কাগজাদি যাচাই করিয়া মানের ব্যত্যয়ের কারণে ফেরত আসিলে সম্পূর্ণ কনসাইনমেন্ট সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য জব্দ করিবেন এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে কারণ উল্লেখ করিয়া অবহিত করিবেন এবং সরকারের অনুকূলে ছাড় প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া বাজেয়াপ্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক বিনষ্ট করিতে হইবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) বাস্তবায়নে কোনো শুল্ক আরোপযোগ্য হইলে তাহা আদায়যোগ্য হইবে এবং পরিবহন ও ধ্বংস করিবার কাজে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ রপ্তানিকারীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে; এবং

(ঘ) মানের ব্যত্যয়সহ মৎস্যখাদ্য রপ্তানিজনিত কারণে আইনের অধীন রপ্তানিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৩। **প্রশাসনিক আপিল।**—(১) এই বিধিমালার অধীন মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবগত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বরাবর প্রশাসনিক আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করা হইলে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কিত নথি তলব করিবেন এবং, প্রয়োজনে, শুনানি গ্রহণের জন্য আপিলকারী এবং, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (১) এর অধীন আপিল দায়েরের অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, শুনানি গ্রহণ করা হউক বা না হউক, সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উহা লিখিতভাবে আবেদনকারী এবং মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সংগে সংগে মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১ রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন,—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্য এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সময় অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীনে নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) প্রদত্ত কোনো আদেশ উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যাবহিত পূর্বে কার্যকর থাকিলে, উহা এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) ইস্যুকৃত কোনো লাইসেন্স উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যাবহিত পূর্বে কার্যকর থাকিলে, উহা উহার অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার অধীন ইস্যু করা হইয়াছে।

তফসিল-১

[বিধি ৪(ক) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি:

(১) নিরাপত্তা প্রাচীরসহ সুবিন্যস্ত কারখানা ভবন এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ ও কারিগরি জনবল;

(২) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংমিশ্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট ও সরঞ্জাম;

(৩) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ওজন, প্যাকিং ও লেবেলিং ইউনিট;

(৪) মৎস্যখাদ্য উপকরণ রিসিভিং ইউনিট;

(৫) পিলেটিং ইউনিট;

(৬) মানসম্মতভাবে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণের জন্য বৈশিষ্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাদ্য ও উপকরণের জন্য, ক্ষেত্রমত, পৃথক পৃথক সংরক্ষণাগার বা গুদামঘর;

(৭) যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস বা অন্যবিধ জ্বালানি উৎস;

(৮) ল্যাবরেটরি ও প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল;

(৯) মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ;

(১০) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও পয়নিষ্কাশন সুবিধা;

(১১) বয়লার, এয়ার কম্প্রেশার, কন্ট্রোল প্যানেল;

(১২) আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা; এবং

(১৩) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং উৎস সনাক্তকরণ ব্যবস্থাপনা।

তফসিল-২

[বিধি ৪(খ) দ্রষ্টব্য]

চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি:

(১) মূল কারখানার মালিকের তফসিল-১ এ উল্লিখিত সুবিধাদি;

(২) উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত কাঠামোর গুদাম বা মজুদাগার; এবং

(৩) উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মূল কারখানা হইতে গুদাম বা মজুদাগার পর্যন্ত পরিবহনের জন্য নিজস্ব বা ভাড়াকৃত পরিবহন ব্যবস্থা।

তফসিল-৩

[বিধি ৪(গ) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানিকারী বা রপ্তানিকারীর প্রয়োজনীয় সুবিধাদি:

(১) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের আদর্শমাত্রা অনুসরণ এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সুবিধাদি;

(২) প্রয়োজনীয় ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম বা মজুদাগার; এবং

(৩) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের আধুনিক ওজন ও প্যাকিং যন্ত্রপাতি বা সুবিধাদি।

তফসিল-৪

[বিধি ২(ঢ), ২(ণ) ও ৮(১) দ্রষ্টব্য]

মাছ বা চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনে প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ ও ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা (শুষ্ক অবস্থায়)

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	অশোধিত প্রোটিন (%)	ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ফিশমিল	৫০-৬৫	৫০
২।	ফিশ সাইলেজ	৪৫-৭০	৩০
৩।	হাঁস-মুরগির উপজাত মিল	৫০-৬০	২০
৪।	পোল্ট্রি অফাল মিল	৬০-৬৫	৩০
৫।	ব্লাড মিল	৭০-৯০	১০
৬।	বোন মিল	১০-২০	৫
৭।	মিট মিল	৫০-৬০	৩০
৮।	মিট এন্ড বোন মিল (ফিড গ্রেড)	৪০-৫০	২৫
৯।	সিল্ক ওয়ার্ম পিউপি	৪০-৫০	২০
১০।	শ্রিম্প মিল	৪০-৫৫	২৫
১১।	শ্রিম্প মিল (মাথা ও লেজ)	১৫-২০	৮

তফসিল-৫

[বিধি ২(ঢ), ২(ণ) ও ৮(১) দ্রষ্টব্য]

মাছ বা চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনে প্রধান প্রধান উদ্ভিজ আমিষের পরিমাণ ও ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা (শুষ্ক অবস্থায়)

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	অশোধিত প্রোটিন (%)	ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		তৈলবীজ এবং ফলের তৈল	
১।	সয়াবিন (বীজ) কাঁচা	২৫-৩৫	১০
২।	সয়াবিন মিল (দ্রাবক বা যান্ত্রিকভাবে আহরিত নির্যাস)	৪০-৪৫	খাদ্যের প্রোটিনের <৩০% অথবা মিথিওনিন সহযোগে খাদ্যের প্রোটিনের <৭৫%
৩।	তুলা বীজ খৈল (তৈল নিষ্কাশিত)	৩০-৪০	১৫
৪।	বাদাম খৈল	৩০-৫০	২৫
৫।	সূর্যমুখী বীজ খৈল	৩০-৪০	২৫
৬।	তিসি বীজ খৈল	৩০-৪০	২৫
৭।	সরিষার খৈল	৩০-৩৫	২০
৮।	রাই সরিষার খৈল	৩০-৪০	২০
		দানা জাতীয় শস্য	
৯।	চালের কুঁড়া (অটো)	১০-১৪	৬০
১০।	চালের কুঁড়া (তেল নিষ্কাশিত)	১৪-১৮	৫০
১১।	গম ভাঙা (ময়দা)	১২-১৪	২০
১২।	গমের ভূষি (মিহি)	১২-১৬	৫০
১৩।	ভুট্টা	৮-১০	৫০
		জলজ উদ্ভিদ	
১৪।	শুকনা এ্যাজোলা মিল	২০-২৫	২৫
১৫।	শুকনা ক্ষুদিপানা	১৮-২০	২৫

তফসিল-৬

[বিধি (২(ঢ), ২(ণ) ও ৮(১) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্যে ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য উপকরণ ও ব্যবহারের মাত্রা

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	অশোধিত প্রোটিন (%)	ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ইপিল-ইপিল পাতার মিল	২৫-২৮	২০
২।	ফিশ অয়েল	--	২০
৩।	কাসাবা	১.৫-৩.৫	২০
৪।	টেপোইকা	০.২-০.৩	২০
৫।	সারগম	১১-১৩	২০
৬।	গুয়ারমিল	৩৮-৪০	১৫
৭।	গুয়ার কোরমা (টোস্টেড)	৪০-৫০	১৫
৮।	ইস্টমিল	৪৫-৬৫	১০
৯।	কর্নমিল	৭-৯	২০
১০।	পাম ওয়েল কার্নেল	১২-১৪	১০
১১।	ডিষ্টিলার্জ ড্রাইড গ্রেইন সলিউডস (ডিডিজিএস)	২৫-৩২	১০

(কাসাবা, টেপোইকা, সারগুম, গুয়ারমিল, গুয়ার কোরমা, ইস্টমিল, কর্ণমিল, পাম ওয়েল কার্নেল, ডিস্টিলার্জ ড্রাইড গ্রেইন সলিউডস (ডিডিজিএস), ইত্যাদি মৎস্য খাদ্যে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ।)

তফসিল-৭

[বিধি ২(ঢ), ২(ণ) ও ৮(১) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত প্রচলিত বা বাজারজাত মানসম্মত খাদ্য উপাদান এবং পুষ্টি উপাদান ও মাত্রা

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	পুষ্টি উপাদান ও মাত্রা
(১)	(২)	(৩)
১।	ফিশ মিল	আর্দ্রতা: ১৪% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ৪০% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০৭% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ২০% সর্বোচ্চ
		ক্যালসিয়াম: ০৬% সর্বোচ্চ
		ফসফরাস: ০২% সর্বনিম্ন
২।	মিট ও বোন মিল	আর্দ্রতা: ১২% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ৪০% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০৭% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ৩০% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১০% সর্বোচ্চ
		ক্যালসিয়াম: ১১% সর্বোচ্চ
		ফসফরাস: ০৪% সর্বনিম্ন
৩।	মিট মিল	আর্দ্রতা: ১২% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ৫০% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০৮% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ২০% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ০৫% সর্বোচ্চ
		ক্যালসিয়াম: ০৫% সর্বোচ্চ
		ফসফরাস: ০২% সর্বনিম্ন

(১)	(২)	(৩)
৪।	সাধারণ চালের কুড়া	আর্দ্রতা: ১২% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ০৮% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০৮% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ২০% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১৫% সর্বোচ্চ
৫।	সরিষার খৈল	আর্দ্রতা: ১২% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ২৮% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০৭% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ১০% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১২% সর্বোচ্চ
৬।	তেল নিষ্কাশিত চালের কুড়া	আর্দ্রতা: ১০% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ১৪% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০.৫% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ২০% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ২০% সর্বোচ্চ
৭।	রাই সরিষার খৈল	আর্দ্রতা: ১২% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ৩২% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০১% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ১২% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১২% সর্বোচ্চ
৮।	গমের ভূসি	আর্দ্রতা: ১৪% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ১২% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ৫% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ১৫% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১০% সর্বোচ্চ

(১)	(২)	(৩)
৯।	চালের কুঁড়া (অটো)	আর্দ্রতা: ১২% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ১১% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ১২% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ২০% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১৫% সর্বোচ্চ
১০।	সয়াবিন মিল	আর্দ্রতা: ১৪% সর্বোচ্চ
		আমিষ: ৪০% সর্বনিম্ন
		স্নেহ বা তেল: ০১% সর্বনিম্ন
		ভস্ম বা ছাই: ১৫% সর্বোচ্চ
		ফাইবার (আঁশ): ১০% সর্বোচ্চ

তফসিল-৮

[বিধি ২(খ) ও ৮(১) দ্রষ্টব্য]

(ক) কার্প জাতীয় মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	২৮.০	২৬.০	২৪.০	২২.০	২১.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৬.০	৫.০	৫.০	৪.০	৩.৫
শর্করা	সর্বোচ্চ	৩০.০	৩২.০	৩৫.০	৪০.০	৪১.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৬.৫	৮.৫	৮.৫	৯.৫	১০.০
ভষ্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৭.৫	১৮.৫	১৯.৫	২১.৫	২২.৫
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	২.২	২.০	১.৯	১.৮	১.৭
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	০.৮	০.৭	০.৭	০.৬	০.৫

(খ) পাঙ্গাস মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৩০.০	২৮.০	২৭.০	২৪.০	২৪.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৭.০	৬.০	৬.০	৫.০	৪.০
শর্করা	সর্বোচ্চ	২৬.০	৩০.০	৩৩.০	৩৭.০	৩৮.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৫.৫	৬.৫	৭.৫	৮.৫	৯.৫
ভষ্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৮.৫	২০.৫	২১.৫	২৩.৫	২৪.৫
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	২.২	২.১	১.৯	১.৯	১.৮
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	০.৯	০.৮	০.৭	০.৭	০.৬

(গ) শিং ও মাগুর মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৩৫.০	৩৩.০	৩৩.০	৩২.০	৩২.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৭.০	৬.০	৬.০	৫.০	৪.০
শর্করা	সর্বোচ্চ	২৬.০	৩০.০	৩৩.০	৩৭.০	৩৮.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৫.৫	৬.৫	৭.৫	৮.৫	৯.৫
ভস্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৬.৫	১৮.৫	১৮.৫	২০.৫	২১.৫
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	২.১	২.০	২.০	১.৮	১.৭
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	০.৭	০.৬	০.৬	০.৫	০.৪

(ঘ) কৈ মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৩৫.০	৩৩.০	৩৩.০	৩২.০	৩২.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৭.০	৭.০	৬.০	৫.০	৪.৫
শর্করা	সর্বোচ্চ	২৪.০	২৮.০	২৮.০	৩৪.০	৩৫.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৪.৫	৫.৫	৬.৫	৬.৫	৬.৫
ভস্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৬.৫	১৮.৫	১৮.৫	২০.৫	২২.০
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	২.১	২.০	২.০	১.৮	১.৭
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	০.৭	০.৬	০.৬	০.৫	০.৪

(ঙ) তেলাপিয়া মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৩০.০	২৮.০	২৭.০	২৫.০	২৪.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৬.০	৫.০	৫.০	৪.৫	৩.৫
শর্করা	সর্বোচ্চ	২৯.০	৩০.০	৩২.০	৩৮.০	৪০.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৫.০	৭.৫	৭.০	৮.০	৯.৫
ভস্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৬.০	১৮.৫	১৮.০	২০.৫	২৩.০
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	২.৩	২.১	২.০	১.৯	১.৮
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	০.৮	০.৭	০.৬	০.৫	০.৪

(চ) স্বাদু পানির চিংড়ির জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৩৫.০	৩২.০	৩০.০	২৯.০	২৮.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৭.০	৫.০	৫.০	৪.৫	৪.৫
শর্করা	সর্বোচ্চ	২৫.০	২৮.০	২৯.০	৩৫.০	৩৬.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৪.০	৫.৫	৬.৫	৭.০	৭.০
ভস্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৭.০	১৯.৫	২০.৫	২১.৫	২২.৫
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	৩.২	৩.০	২.৮	২.৬	২.৫
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	১.৫	১.৪	১.৩	১.২	১.০

(ছ) লোনা পানির চিংড়ির জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৪০.০	৩৬.০	৩৪.০	৩২.০	৩২.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৫.০	৫.০	৪.০	৩.৫	৩.৫
শর্করা	সর্বোচ্চ	২২.০	২৪.০	২৬.০	২৯.০	৩০.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৫.০	৫.০	৫.০	৬.০	৬.০
ভস্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৬.০	১৮.০	১৮.০	১৯.৫	২০.৫
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	৩.০	২.৭	২.৫	২.১	২.০
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	১.৬	১.৫	১.৪	১.৩	১.২

(জ) পাবদা ও গুলশা মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের আদর্শমাত্রা (শুষ্ক অবস্থায় শতকরা হিসাবে):

পুষ্টি উপাদান	মাত্রা	খাদ্যের নাম				
		নার্সারী	স্ট্যার্টার (১-২)	স্ট্যার্টার -৩	গ্রোয়ার	ফিনিশার
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমিষ	সর্বনিম্ন	৩৫.০	৩৩.০	৩৩.০	৩২.০	৩২.০
স্নেহ বা তেল	সর্বনিম্ন	৭.০	৬.০	৬.০	৫.০	৪.০
শর্করা	সর্বোচ্চ	২৬.০	৩০.০	৩৩.০	৩৭.০	৩৮.০
ফাইবার (আঁশ)	সর্বোচ্চ	৫.৫	৬.৫	৭.৫	৮.৫	৯.৫
ভস্ম বা ছাই	সর্বোচ্চ	১৬.৫	১৮.৫	১৮.৫	২০.৫	২১.৫
ক্যালসিয়াম	সর্বোচ্চ	২.১	২.০	২.০	১.৮	১.৭
ফসফরাস	সর্বনিম্ন	০.৭	০.৬	০.৬	০.৫	০.৪

তফসিল-৯

[বিধি ২(ঞ), ২(ঢ) ও ৮(২) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্যে ব্যবহার উপযোগী ফিড এডিটিভস্রের তালিকা

(ক) এন্টি অক্সিডেন্ট, এডসরবেন্ট, প্রিজারভেটিভস :

১। Calcium citrate

২। Calcium polyphosphate

৩। Calcium sulphite

৪। Calcium hydrogen sulphite

৫। Calcium benzoate

৬। Ascorbic acid

৭। Citric acid

৮। Sorbic acid

৯। Potassium sorbate

১০। Calcium sorbate

১১। Tetra- potassium di-Phosphate

১২। Mono-potassium ortho-phosphate

১৩। Benzoic acid

১৪। Sodium benzoate

১৫। Potassium benzoate

১৬। Sulpher di-oxide

১৭। Sodium sulphite

১৮। Sodium sorbate

১৯। Sodium ascorbate

২০। Sodium hydrogen sulphite

২১। Potassium ascorbate

২২। Sodium citrate

২৩। Monosodium ortho-phosphate

২৪। Tetra sodium di-phosphate

২৫। Penta sodium tri - phosphate

২৬। Sodium meta bi -sulphite

২৭। Potassium meta bi- sulphite

২৮। Potassium hydrogen sulphite

২৯। Sodium tri-phosphate

৩০। Sodium polyphosphate

৩১। Potassium polyphosphate

৩২। Penta -potassium tri-phosphate

৩৩। Potassium sulphate

৩৪। Potassium citrate

৩৫। Potassium tri-phosphate

৩৬। Sodium-calcium poly-phosphate

৩৭। Sorbitol

৩৮। Mannitol

৩৯। Isomalt

৪০। Maltitol

৪১। Lactitol

৪২। Xilitol

৪৩। Sodium bi-carbonate

৪৪। Copper sulphate

৪৫। Mono calcium phosphate (MCP)

৪৬। Leuco sulphonate

৪৭। Magnesium oxide

৪৮। L-Triptophane

৪৯। Prebiotics

৫০। Photosynthetic bacteria

৫১। Pigment

৫২। Propionic acid

৫৩। Acetic acid

৫৪। Fobwill acid

৫৫। Calcium ascorbate

৫৬। Ascorbyl palpitate

৫৭। Tocopherol extract (Alpha-tocopherol)

৫৮। Propyl gallate

৫৯। Butylated hydro oxyanisole (BHA)

৬০। Butylated hydro oxytoluene (BHT)

৬১। Calcium silicate

৬২। Sodium alumino silicates

৬৩। Hydrated sodium calcium alumino silicate (HSCAS)

৬৪। Bentonite clays

৬৫। Kaolinitic clays

৬৬। Diatomaceous earth

৬৭। Vermiculite

৬৮। Sepiolite / Sepiolitic clay

৬৯। Perlite

৭০। Clinoptilolite

৭১। Natrolite-phonolite

৭২। Steatites and chlorite

৭৩। Activated carbon

৭৪। Sorbic acid

৭৫। Formic acid

৭৬। Sodium formate

৭৭। Potassium diformate

৭৮। Calcium formate

৭৯। Sodium bisulphate

৮০। Sodium nitrite

৮১। Sodium diacetate

৮২। Calcium acetate

৮৩। Lactic acid

৮৪। Propionic acid

৮৫। Sodium propionate

৮৬। Calcium propionate

৮৭। Ammonium propionate

৮৮। Ammonium formate

৮৯। DL-Malic acid

৯০। Fumaric acid

৯১। Calcium lactate

৯২। Citric acid

৯৩। Orthophosphoric acid

৯৪। Humic acid

৯৫। Fulvic acid

৯৬। Phytogenic extract

৯৭। Nucleotides

(খ) এমাইনো এসিড:

১। L-Lysine

২। L-Lysine monohydrochloride

৩। L-Lysine sulphate

৪। L-Threonine

৫। L-Tryptophan

৬। L-Histidine

৭। L-Arginine

৮। L-Isoleucine

৯। DL-Methionine

১০। Sodium DL-methionine

১১। L-Methionine

১২। DL-Methionyl-DL-methionine

১৩। Hydroxy and calcium analogues of methionine

১৪। Isopropyl ester of the hydroxlated analogue of methionine

১৫। L-Valine

১৬। L-Cystine

১৭। L-Tyrosine

১৮। Phenylalanine

১৯। Leucine

(গ) এনজাইম :

১। Amylases

২। Glucanases

৩। Cellulases

৪। Xylanases

৫। 3-phytase / 6-phytase

৬। Mannanases

৭। Galactosidases

৮। Protease

(ঘ) প্রোবায়োটিকস :

১। Bacillus subtilis

২। Enterocococcus faecium

৩। Lactobacillius buchneri

৪। Lactobacillius casei

৫। Lactobacillius plantarum

৬। Lactobacillius salivarius

৭। Lactobacillius lactis

৮। Pediococcus pentosaceus

৯। Saccharomyces cerevisiae

১০। Lactobacillius farciminis

১১। Bacillius licheniformis

১২। Bacillius amyloliquefaciens

১৩। Pediococcus Acidilactici

১৪। Lactobacillius Acidophilus

(ঙ) নিম্নবর্ণিত দুই বা ততোধিক ভিটামিন বা প্রো-ভিটামিন এর মিশ্রণ বা প্রিমিক্স:

১। Retinyl acetate

২। Retinyl palmitate

৩। Retinyl propionate

৪। Thiamine hydrochloride

৫। Thiamine mononitrate

৬। Riboflavin

৭। Riboflavin-5’-phosphate ester monosodium salt

৮। Niacin

৯। Niacinamide

১০। D-Panthenol

১১। Calcium-D-panthothenate

১২। Pyridoxine hydrochloride

১৩। Biotin

১৪। Cyanocobalamin

১৫। Folic acid

১৬। Sodium ascorbyl phosphate

১৭। Sodium calcium ascorbyl phosphate

১৮। Cholecalciferol

১৯। RRR-Alpha-tocopherol acetate

২০। Menadione sodium bisulphite

২১। Menadione Nicotinamide bisulphite

২২। Choline chloride

(চ) নিম্নবর্ণিত দুই বা ততোধিক মিনারেলস এর মিশ্রণ বা প্রিমিক্স:

১। Ferric chloride

২। Ferric oxide

৩। Ferrous carbonate

৪। Ferrous chelate of glycine hydrate

৫। Ferrous chelate of amino acids hydrate

৬। Ferrous fumarate

৭। Ferrous sulphate heptahydrate

৮। Ferrous sulphate monohydrate

৯। Potassium Iodide

১০। Calcium Iodate, Anhydrous

১১। Coated Granulated Calcium iodate anhydrous

১২। Cobalt II carbonate

১৩। Cobalt II acetate tetrahydrate

১৪। Cobalt II sulphate

১৫। Copper carbonate conohydrate

১৬। Copper acetate monohydrate

১৭। Copper chelate of amino acids hydrate

১৮। Copper Chloride

১৯। Copper Oxide

২০। Copper sulphate pentahydrate

২১। Copper chelate of glycine hydrate

২২। Dicopper chloride trihydroxide

২৩। Copper chelate of hydroxyl analogue of methionine

২৪। Copper bis lysinate

২৫। Copper (I) oxide

২৬। Manganese chelate of amino Acids hydrate

২৭। Manganese chloride tetrahydrate

২৮। Manganese chloride tetrahydrate

২৯। Manganese oxide

৩০। Manganese sulphate monohydrate

৩১। Manganese chelate of glycine hydrate

৩২। Manganese chelate of hydroxyl analogue of methionine

৩৩। Zinc oxide

৩৪। Zinc acetate dehydrate

৩৫। Zinc chloride anhydrous

৩৬। Zinc sulphate heptahydrate

৩৭। Zinc sulphate monohydrate

৩৮। Zinc chelate of amino acids hydrate

৩৯। Zinc chelate of glycine hydrate (solid/liquid)

৪০। Zinc chloride hydroxide monohydrate

৪১। Zinc chelate of hydroxyl analogue of methionine

৪২। Zinc chelate of protein hydrolysates

৪৩। Zinc bis lysinate

৪৪। Sodium molybdate

৪৫। Sodium selenite

৪৬। Hydroxy-analogue of selenomethionine

৪৭। L-selenomethionine

৪৮। DL-selenomethiono

তফসিল-১০

[বিধি ২(ঠ), ২(ঢ) ও ৮(২) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্যে ব্যবহার উপযোগী ফিড বাইন্ডারের তালিকা

১। Feed grade tricalcium phosphate

২। Feed grade monocalcium phosphate

৩। Gelatin

৪। Corn gluten meal

৫। Wheat gluten meal

৬। Spray-dried urea-formaldehyde resin in powder form

৭। Food- grade banana powder

৮। Food-grade cassava powder

৯। Feed- grade banana powder (Pellet binder)

১০। Industrial-grade banana Powder

১১। PMC (Poly methyl carbamide)

১২। Ventonics

১৩। Lignosulphonates

১৪। Hemicellulose

১৫। Carboxy methyl cellulose

১৬। Sodium alginate

১৭। Agar

১৮। Carrageenan

১৯। Carob Gum

২০। Guar Gum

২১। Tragacanth

২২। Xanthium gum

২৩। Cassia gum

তফসিল-১১

[বিধি ৯ দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রবাদির তালিকা

Group A:

1. Anabolic–androgenic steroids (**AAS**) and prohibited substances:

   (a) Steroids- Anabolic steroids.

   (b) All stilbenes, substances produced from stilbenes. Their salts and esters.

2. Antibiotics and pharmacologically active substances:

   (a) Chloramphenicol;

   (b) Chloroform;

   (c) Chlorpromazine;

   (d) Colchicine;

   (e) Dapsone;

   (f) Dimetridazole;

   (g) Metronidazole;

   (h) Nitrofurans including metabolites;

   (i) Ronidazole;

   (j) Gentamycin;

   (k) Penicilin;

   (l) Taimulin;

   (m) Tylosin.

Group B:

1. Active pharmacological substances (Antibacterial substances):

   (a) Sulphonamides (all substances belong to the sulphonamide group);

   (b) Diamino pyrimidine derivatives: trimethoprim, amoxicillin: ampicillin, benzylpenicillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin;

(c) Quinolones: Flumequine, sarafloxacin;

(d) Tetracyclines: tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline.

2. Organophosphorus compound: Azamethiphos, DDT, Aldrin, Endrin, Dieldrin, Heptachlor, Endosulphan, Polychlorinated biphenyls (PCBs).

3. Chemical substances.

4. Mycotoxin: Aflatoxin (Group B1, B2, Gi, G2).

5. Anthelmintics: Flubendazole.

6. Dye:

   (a) Malachite green;

   (b) Leucomalachite green;

   (c) Crystal violet;

   (d) Leucocrystal Violet.

7. Antioxidant**:** Ethoxyquin.

তফসিল-১২

[বিধি ৯ দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না, তবে উৎসগত প্রাকৃতিক উপকরণের মৎস্যখাদ্যে কীটনাশক, হেভি মেটাল, মাইকোটক্সিন, ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতির গ্রহণযোগ্য মাত্রা হইবে নিম্নরূপ:

১। তফসিল-১১ এর গ্রুপ বি: অর্গানোক্লোরাইড পেস্টিসাইড:

সাবস্ট্যান্সের নাম	গ্রহণযোগ্য মাত্রা
(ক) অলড্রিন	০.০১ মিলি গ্রাম/ কেজি
(খ) ডিডিটি	০.০৫ মিলি গ্রাম/ কেজি
(গ) হেপ্টাক্লোর	০.০১ মিলি গ্রাম/ কেজি
(ঘ) ডাইএলড্রিন	০.০২ মিলি গ্রাম/ কেজি
(ঙ) এন্ড্রিন	০.০১ মিলি গ্রাম/ কেজি
(চ) এন্ডো-সালফেন	০.০০৫ মিলি গ্রাম/ কেজি

২। তফসিল-১১ এর গ্রুপ বি: কেমিক্যাল ইলিমেন্ট:

সাবস্ট্যান্সের নাম	গ্রহণযোগ্য মাত্রা
(ক) লেড	৫.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(খ) ক্যাডমিয়াম	১.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(গ) মারকারী	১.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(ঘ) ক্রোমিয়াম	৫.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(ঙ) আর্সেনিক	৪.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(চ) কপার	৫.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(ছ) জিংক	৪০.০০ মিলি গ্রাম/ কেজি

৩। তফসিল-১১ এর গ্রুপ বি: মাইকোটক্সিন:

সাবস্ট্যান্সের নাম	গ্রহণযোগ্য মাত্রা
(ক) আফলাটক্সিনস (গ্রুপ B_1)	০.০২০ মিলি গ্রাম/ কেজি
(খ) আফলাটক্সিন (গ্রুপ B_1, B_2, G_1, G_2)	০.০৪০ মিলি গ্রাম/ কেজি

তফসিল-১৩

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

ফরম-১

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্সের আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

কারখানা/প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক: স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণের পক্ষে প্রতিনিধি/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পর্ষদের পরিচালক (সঠিকটি রাখিয়া বাকিগুলো কাটিয়া দিন)

ফোন/মোবাইল নং :

ই-মেইল ঠিকানা :

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ক) সদর দপ্তর :

(খ) কারখানা :

৩। উৎপাদিতব্য মৎস্যখাদ্যের :

সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রজাতিভিত্তিক খাদ্যের ধরন ও প্রকারভেদ)

৪। প্রস্তাবিত কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ট:):

৫। প্রস্তাবিত কারখানার মজুদ ক্ষমতা (মে:ট:):

৬। কারখানার অবকাঠামোগত সুবিধাদি:

(ক) মোট আয়তন (শতাংশ) (খ) কারখানা (বর্গফুট):

(গ) গবেষণাগার (বর্গফুট) (ঘ) অফিস ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা (বর্গফুট):

(ঙ) পানি ব্যবস্থা

(চ) পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(ছ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

(জ) গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি

(ঝ) যোগাযোগ ব্যবস্থা

(ঞ) অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা

(ট) অন্যান্য

৭। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিবরণ :

৮। জনবলের তথ্য (ক) সাধারণ :

(খ) কারিগরি :

৯। মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

১০। আয়কর পরিশোধের সনদ (হাল নাগাদ) :

১১। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি :

১২। আবেদন ফি'র পরিমাণ :

(জমাদানের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)

১৩। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করা হইলে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করিব।

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর:
তারিখ:
(সিলমোহর)

চুক্তিভুক্ত মূল কারখানার মালিকের সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)	আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

ফরম-২

[বিধি ৩(১) ও ৩(১০) দ্রষ্টব্য]

চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্সের আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক: স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণের পক্ষে প্রতিনিধি/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পর্ষদের পরিচালক (সঠিকটি রাখিয়া বাকিগুলো কাটিয়া দিন)

ফোন/ মোবাইল নং :

ই-মেইল ঠিকানা :

২। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানার স্বত্বাধিকারীর নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

লাইসেন্স নম্বর :

ফোন/ মোবাইল নং :

ই-মেইল ঠিকানা :

৩। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ক) সদর দপ্তর :

(খ) গুদাম :

৪। উৎপাদিতব্য মৎস্যখাদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

(প্রজাতিভিত্তিক খাদ্যের ধরন ও প্রকারভেদ)

৫। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ট.):

(কারখানায় মৎস্যখাদ্যভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতার বিবরণী পৃথক কাগজে সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। চুক্তিভুক্ত কারখানার মজুদ ক্ষমতা (মে.ট.):

(ক) মৎস্যখাদ্য উপকরণ :

(খ) মৎস্যখাদ্য :

৭। আবেদনকারীর নিজস্ব মজুদ ক্ষমতা:

(ক) মৎস্যখাদ্য উপকরণ :

(খ) মৎস্যখাদ্য :

৮। মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

৯। আয়কর পরিশোধের সনদ (হাল নাগাদ) :

১০। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি :

১১। আবেদন ফি'র পরিমাণ :

(জমাদানের রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)

১২। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানার মালিকের সহিত আবেদনকারীর চুক্তি সম্পাদনের তারিখ এবং চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(চুক্তির কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

১৩। অন্যান্য তথ্যাদি (যদি থাকে) :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করা হইলে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত করিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:
(সিলমোহর)

ফরম-৩
[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির লাইসেন্সের আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
ঠিকানা :
ফোন/ মোবাইল নং :
ই-মেইল ঠিকানা :

২। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে) ও ঠিকানা এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক:

৩। আমদানি উত্তর মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণাগারের ঠিকানা ও তথ্য :
(ক) মোট আয়তন (বর্গফুট):
(খ) সংরক্ষণাগার (বর্গফুট):

৪। সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

৫। মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ প্যাকিং ব্যবস্থাদি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

৬। আমদানির মূল লাইসেন্সের বিবরণ :
(সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৭। আবেদন ফি'র পরিমাণ:
(জমাদানের রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)

৮। আয়কর পরিশোধের সনদপত্র (হাল নাগাদ) :

৯। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করা হইলে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি করিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:
(সিলমোহর)

ফরম-৪

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির লাইসেন্সের আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

ফোন/ মোবাইল নং :

ই-মেইল ঠিকানা :

২। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে) ও ঠিকানা এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক:

৩। রপ্তানিপূর্ব মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ

সংরক্ষণাগারের ঠিকানা ও তথ্য :

(ক) মোট আয়তন (বর্গফুট):

(খ) সংরক্ষণাগার (বর্গফুট):

৪। সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

৫। মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ প্যাকিং ব্যবস্থাদি :

৬। রপ্তানির মূল লাইসেন্সের বিবরণ :

(সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

৭। আবেদন ফি'র পরিমাণ:

(জমাদানের রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে) :

৮। আয়কর পরিশোধের সনদপত্র (হাল নাগাদ) :

৯। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করা হইলে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানি করিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:
(সিলমোহর)

ফরম-৫
[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বা খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্সের আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

ফোন/ মোবাইল নং :

ই-মেইল ঠিকানা :

২। প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) নাম ও ঠিকানা এবং প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক:

৩। আবেদনের বিষয় (মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী/খুচরা বিক্রয়):

৪। বিক্রয়যোগ্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৫। গুদাম বা সংরক্ষণাগারের বিবরণ: (ক) ঠিকানা:
(খ) ধারণ ক্ষমতা:

৬। ট্রেড লাইসেন্সের বিবরণ (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে):

৭। আবেদন ফি'র পরিমাণ (জমাদানের রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে):

৮। অন্যান্য তথ্য:

(ক) পাইকারী বিক্রেতা হিসাবে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারীর ডিলার বা এজেন্ট হইলে উহার প্রত্যয়নপত্র বা সনদ:

(খ) সম্ভাব্য যে সকল এলাকার খুচরা বিক্রেতার নিকট মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সরবরাহ করিবেন সেইসকল এলাকার নাম:

(খ) সম্ভাব্য যেসকল এলাকায় মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ খুচরা বিক্রয় করিবেন সেইসকল এলাকার নাম:

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করা হইলে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বিক্রয় করিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:
(সিলমোহর)

দ্রষ্টব্য: অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

ফরম-৬

[বিধি ৬(২) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ/মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি বা রপ্তানি/মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বা খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র

১। স্বত্বাধিকারীর নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
বিস্তারিত ঠিকানা :
ফোন/ মোবাইল নং :
ই-মেইল ঠিকানা :

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

৩। লাইসেন্সের ধরন ও আবেদনের বিষয়: :

৪। লাইসেন্স নম্বর (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

৫ লাইসেন্স প্রদানের তারিখ :

৬। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :

৭। আবেদন ফি'র পরিমাণ (জমাদানের রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে) :

৮। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, বর্ণিত লাইসেন্স নবায়ন করা হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তসহ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:
(সিলমোহর)

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

ফরম-৭

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

লাইসেন্স নম্বর - তারিখ:

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম:

২। প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের নাম

এবং উহাতে/উহার সহিত লাইসেন্সধারীর সম্পর্ক/পদবি:

৩। প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা:

৪। উৎপাদন কারখানা /প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থানের ঠিকানা:

৫। গুদামের ঠিকানা:

৬। বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা .... মে.টন:

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

শর্তাবলি

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ --------------------------- হইতে --------------------------------। ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(খ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত পশুখাদ্য বা অন্য কোনো খাদ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য এই লাইসেন্স প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) এই লাইসেন্সের অধীনে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ, বিপণন, বিতরণ, পরিবহণ এবং পাইকারী বা খুচরা বিক্রয় করা যাইবে।

অফিসের সিলমোহর
ও তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
(মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর)
(সিলমোহর)

নবায়ন

নবায়ন মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও নামসহ সিল
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল।		
		নবায়ন করা হইল।		
		নবায়ন করা হইল।		

ফরম-৮

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

স্বত্বাধিকারীর
সত্যায়িত পাসপোর্ট
সাইজের ছবি
(২ কপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

লাইসেন্স নম্বর- তারিখ:

চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম :

২। প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের নাম:

এবং উহাতে/উহার সহিত লাইসেন্সধারীর সম্পর্ক/পদবি:

৩। প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা:

৪। উৎপাদন কারখানা /প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থানের ঠিকানা:

৫। গুদামের ঠিকানা:

৬। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানা ও কারখানার স্বত্বাধিকারীর নাম ও লাইসেন্স নং:

৭। চুক্তির আলোকে বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা: .... মে.টন।

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

শর্তাবলি

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ --------------------------- হইতে --------------------------------। ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(খ) চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত পশুখাদ্য বা অন্য কোনো খাদ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য এই লাইসেন্স প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) মূল কারখানার মালিকের সহিত মেয়াদভিত্তিক চুক্তি থাকিলে উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে বা কোনো পক্ষ চুক্তি বাতিল করিলে বা মূল কারখানার নামে ইস্যুকৃত লাইসেন্স অবৈধ হইলে এই লাইসেন্স কার্যকর থাকিবে না।

(ঘ) এই লাইসেন্স চুক্তিভুক্ত মূল কারখানার উপর বা উহার মালিকানার উপর কর্তৃত্ব সৃষ্টি করিবে না।

(ঙ) এই লাইসেন্সের অধীনে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ, বিপণন, বিতরণ, পরিবহণ এবং পাইকারী বা খুচরা বিক্রয় করা যাইবে।

অফিসের সিলমোহর
ও তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
(মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর)
(সিলমোহর)

নবায়ন

নবায়ন মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নামসহ সিল
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		

ফরম-৯

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

স্বত্বাধিকারীর
সত্যায়িত পাসপোর্ট
সাইজের ছবি
(২ কপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

লাইসেন্স নম্বর- প্রদানের তারিখ:

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানা:

২। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের নাম
এবং উহাতে/উহার সহিত লাইসেন্সধারীর সম্পর্ক/পদবি:

৩। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা:

৪। গুদামের ঠিকানা:

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

শর্তাবলি

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ -------------------------- হইতে -------------------------------। ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(খ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত পশুখাদ্য বা অন্য কোনো খাদ্য আমদানির জন্য এই লাইসেন্স প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) এই লাইসেন্সের অধীনে আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ, বিপণন, বিতরণ, পরিবহণ এবং পাইকারী বা খুচরা বিক্রয় করা যাইবে।

অফিসের সিলমোহর
ও তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
(মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর)
(সিলমোহর)

নবায়ন

নবায়ন মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নামসহ সিল
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		

ফরম-১০

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

স্বত্বাধিকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

লাইসেন্স নম্বর- তারিখ:

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানা:

২। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারী কারবার/ফার্মের নাম এবং উহাতে/উহার সহিত লাইসেন্সধারীর সম্পর্ক/পদবি:

৩। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারী কারবার/ফার্মের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা:

৪। গুদামের ঠিকানা:

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদ্সংক্রান্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

শর্তাবলি

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ -------------------------- হইতে -------------------------------। ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(খ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত পশুখাদ্য বা অন্য কোনো খাদ্য রপ্তানির জন্য এই লাইসেন্স প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) এই লাইসেন্সের অধীনে রপ্তানীতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা যাইবে।

অফিসের সিলমোহর
ও তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
(মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর)
(সিলমোহর)

নবায়ন

নবায়ন মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নামসহ সিল
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		

স্বত্বাধিকারীর
সত্যায়িত পাসপোর্ট
সাইজের ছবি
(২ কপি)

ফরম-১১

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

লাইসেন্স নম্বর- প্রদানের তারিখ:

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বিক্রয়ের লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানা:

২। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের নাম এবং উহাতে/উহার সহিত লাইসেন্সধারীর সম্পর্ক/পদবি:

৩। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা:

৪। পাইকারী/খুচরা বিক্রয়ের স্থান বা স্থানসমূহের ঠিকানা:

৫। গুদামের ঠিকানা:

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

<u>শর্তাবলি</u>

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ -------------------------- হইতে -------------------------------। ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(খ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত পশুখাদ্য বা অন্য কোনো খাদ্য পাইকারী বিক্রয়ের জন্য এই লাইসেন্স ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) এই লাইসেন্সের অধীনে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ, ক্ষেত্রমত, খুচরা বিক্রয় করা যাইবে।

অফিসের সিলমোহর
ও তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
(মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর)
(সিলমোহর)

নবায়ন

নবায়ন মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নামসহ সিল
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		

ফরম-১২

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]

স্বত্বাধিকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

লাইসেন্স নম্বর- প্রদানের তারিখ:

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানা:

২। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের নাম

এবং উহাতে/উহার সহিত লাইসেন্সধারীর সম্পর্ক/পদবি:

৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/অংশীদারি কারবার/ফার্মের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা:

৪। খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র বা কেন্দ্রসমূহের ঠিকানা:

৫। গুদামের ঠিকানা :

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ খুচরা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

শর্তাবলি

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ --------------------------- হইতে --------------------------------। ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(খ) মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত পশুখাদ্য বা অন্য কোনো খাদ্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

অফিসের সিলমোহর
ও তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
(মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর)
(সিলমোহর)

<u>নবায়ন</u>

নবায়ন মেয়াদ			নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নামসহ সিল
হইতে	পর্যন্ত			
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		
		নবায়ন করা হইল		

ফরম-১৩

[বিধি ৩(৭), ৩(৮) ও ৬(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

পত্র নং: তারিখ:

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ/মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি বা রপ্তানি/মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বিক্রয়/মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্সের/লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

২। আবেদনের তারিখ :

৩। আবেদনকৃত লাইসেন্স/বিদ্যমান লাইসেন্স এর বিষয় :

৪। লাইসেন্স প্রাপ্তির/লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর হইবার কারণসমূহ :

(ক) ---

(খ) ---

(গ) ---

এতদ্দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্তির/লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করা হইল।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ
(সিলমোহর)

প্রাপক,
………………………..
………………………..

ফরম-১৪

[বিধি ১২(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

পত্র নং: তারিখ:

বিষয়: ক্ষতিকর, ভেজাল বা নিম্নমানের মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তকরণ।

এতদ্দ্বারা..(উৎপাদনকারী/প্রক্রিয়াজাতকারী/ গুদামজাতকারী/আমদানিকারী/খুচরা বিক্রেতা/পাইকারি বিক্রেতা) এর হেফাজতে থাকা নিম্নবর্ণিত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা উপকরণ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিম্নবর্ণিত কারণে সরকারের অনুকূলে যে স্থানে যে অবস্থায় রহিয়াছে বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং উহা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করা হইবে।

১। বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং যন্ত্রপাতির বিবরণ:

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

২। বাজেয়াপ্তির কারণ:

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

তারিখ: ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ
(সিলমোহর)

প্রাপক,

১। .... ।

২।..(উৎপাদনকারী/প্রক্রিয়াজাতকারী/গুদামজাতকারী/ আমদানিকারী/খুচরা বিক্রেতা/পাইকারি বিক্রেতা)।

ফরম-১৫

[বিধি ১৮(২) দ্রষ্টব্য]

Authorized/Accredated Testing Institution name, address and Logo

FISH FEED HEALTH CERTIFICATE
(For importation)

Certificate Reference No. ------------------- **Date:**

1.	Name and address of Consignee	:	
2.	Name and address of Consignor	:	
3.	Fish feed or its Componenets	:	
4.	Products Name (Trade and Generic)	:	
5.	Net Weight (KG)/ Packet	:	
6.	Country of Departure	:	
7.	Name and address of the Accreditated Laboratory or Laboratories where test is or are done		
8.	Physical form of feed or components		Powder/Granular/ Solid block/Liquid/Live Moisture percentage-
9.	Test report (Chemical and Microbiological and if on demand Radiological):	:	**Microbiological test**- Free of Salmonela, E-Coli, **Chemical test**- free from Chloramphenical, Nitrofurans, Hormone, Steroid, Antibiotic, Melamine, GMO **Radiological test**: free or not more than internationally acceptable lower limit of any harmful radiation.
10.	Health status	:	The fish feed or the component of fish feed is fit for fish consumption.

This is certified that this certificate is issued without any tampering and will remain valid for ……………………. .

Competent/Authorised Officer
(Signature with seal)

ফরম-১৬

[বিধি ১৬(২) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির অনাপত্তিপত্রের আবেদনপত্র

বরাবর,

মহাপরিচালক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

--।

জনাব,

আমি নিম্নবর্ণিত মৎস্যখাদ্য/মৎস্যখাদ্য উপকরণ ------------------------- (রপ্তানিকারী দেশের নাম) হইতে আমদানি করিবার নিমিত্ত অনাপত্তিপত্রের জন্য নিম্নের তথ্যসহ আবেদন করিতেছি।

(ক) আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের বিবরণ—

১। মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের নাম/ব্রান্ড নাম (Brand name):

২। উপাদানসমূহের নাম/ জেনেরিক নাম (Name of ingredients/ generic name):

৩। আমদানির উদ্দেশ্য:

৪। উৎস দেশের নাম (Country of origin):

৫। আগমনী বন্দরের নাম (Port of Arrival):

প্রোফর্মা ইনভয়েস, তারিখ ও এইচএস কোড (Proforma invoice, date and HS Code)	প্রতি বস্তা/প্যাকেটের নেট ওজন (কিলোগ্রাম/টন/ সিসি/লিটার) (Pack size: Kg/MT/CC/Ltr)	বস্তা / প্যাকেটের সংখ্যা(টি) (Number of pack)	মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Total weight: Kg/MT/CC/Ltr)

৬। আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টির আদর্শমাত্রা (proximate analysis):

৭। মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংক্রান্ত বিবরণী:

৮। প্রাণিজ আমিষ যে দেশ বা প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে:

৯। চলতি অর্থ বৎসরে এই পর্যন্ত আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুঞ্জীভূত আমদানির পরিমাণ (টন/ লিটার):

(খ) আবেদনকারীর তথ্য—

১। আবেদনকারীর আমদানির লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:

(লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

২। যে ঠিকানায় অনাপত্তিপত্র পাইতে ইচ্ছুক:

৩। টিআইএন নম্বর:

৪। ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর:

(গ) রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য—

১। রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইট ও ই-মেইলসহ):

২। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা:

৩। স্বাস্থ্যসনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম/ঠিকানা:

৪। উৎপাদনকারী কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম:

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ:
(সিলমোহর)

সংযুক্তি:

(ক) লাইসেন্সের কপি।

(খ) পণ্যের প্রোফর্মা চালানপত্র (invoice)।

(গ) পণ্যের লিটারেচার।

(ঘ) পূর্বে গ্রহণকৃত অনাপত্তিপত্রের শর্তাবলি প্রতিপালনের প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(ঙ) টিআইএন সনদ।

(চ) ভ্যাট সনদ।

(ছ) রপ্তানীকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির কপি (যদি থাকে)।

(জ) আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উকরণের পুষ্টিমান ও স্বাস্থ্যগত প্যারামিটার/আদর্শমাত্রা।

(ঝ) বস্তা বা প্যাকেটের লেবেলিং এর নমুনার প্রিন্টেড কপি (লেবেলিং বাংলা বা ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষায় হইবে না)।

ফরম-১৭

[বিধি ১৭(২) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের আবেদনপত্র

বরাবর,

মহাপরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

--।

জনাব,

আমি নিম্নবর্ণিত মৎস্যখাদ্য/মৎস্যখাদ্য উপকরণ ------------------------- (আমদানিকারী দেশের নাম) রপ্তানি করিবার নিমিত্ত অনাপত্তিপত্রের জন্য নিম্নের তথ্যসহ আবেদন করিতেছি।

(ক) রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য/মৎস্যখাদ্য উপকরণের বিবরণী—

১। মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের নাম/ব্রান্ড নাম (Brand name):

২। উপাদানসমূহের নাম/ জেনেরিক নাম (Name of ingredients/ Generic name):

৩। বহিঃগমন বন্দরের নাম (Port of destination):

প্রোফর্মা ইনভয়েস, তারিখ ও এইচএস কোড (Proforma invoice, date and HS Code)	প্রতি বস্তা/প্যাকেটের নেট ওজন (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Pack size: Kg/MT/CC/Ltr)	বস্তা / প্যাকেটের সংখ্যা(টি) (Number of pack)	মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Total weight: Kg/MT/CC/Ltr)

৪। মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টির আদর্শমাত্রা (proximate analysis):

৫। প্রাণিজ আমিষ যে দেশ বা প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে:

৬। রপ্তানিকৃত মৎস্যখাদ্যের এই পর্যন্ত পুঞ্জীভূত রপ্তানির পরিমাণ:

(খ) আবেদনকারীর তথ্য—

১। রপ্তানির লাইসেন্স নম্বর এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:

২। যে ঠিকানায় অনাপত্তিপত্র পাইতে ইচ্ছুক:

৩। টিআই এন নম্বর:

৪। ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর:

(গ) আমদানিকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য

আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ওয়েবসাইট ও ই-মেইলসহ)

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ:
(সিলমোহর)

সংযুক্তি:

(ক) লাইসেন্সের কপি।

(খ) টিআইএন সনদ।

(গ) ভ্যাট সনদ।

(ঘ) আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিনামার কপি (যদি থাকে)।

(ঙ) আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিত মৎস্যখাদ্যের পুষ্টিমান ও স্বাস্থ্যগত প্যারামিটার/আদর্শমাত্রা।

(চ) বস্তা বা প্যাকেটের লেবেলিং এর নমুনার প্রিন্টেড কপি।

ফরম-১৮
[বিধি-১৬(৪) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির অনাপত্তিপত্র

নিম্নবর্ণিত মৎস্যখাদ্য / মৎস্যখাদ্য উপকরণ ------------------------- (রপ্তানিকারী দেশের নাম) হইতে আমদানি করিবার নিমিত্ত অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হইল। এই অনাপত্তিপত্রে উল্লিখিত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত অন্য কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি করা যাইবে না এবং .... তারিখের পর এই অনাপত্তিপত্র কার্যকর থাকিবে না।

(ক) আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের বিবরণী—

১। মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের নাম/ব্রান্ড নাম (Brand name):

২। উপাদানসমূহের নাম/ জেনেরিক নাম (Name of ingredients/ Generic name):

৩। পরিমাণ (Amount):

৪। উৎস দেশের নাম (Country of origin):

৫। আগমনী বন্দরের নাম (Port of Arrival):

প্রোফর্মা ইনভয়েস, তারিখ ও এইচএস কোড (Proforma invoice, date and HS Code)	প্রতি বস্তা/প্যাকেটের নেট ওজন (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Pack size: Kg/MT/CC/Ltr)	বস্তা / প্যাকেটের সংখ্যা (টি) (Number of pack)	মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Total weight: Kg/MT/CC/Ltr)

৬। আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টির আদর্শমাত্রা (proximate analysis):

৭। পণ্যের লিটারেচার:

৮। প্রাণিজ আমিষের উৎস প্রাণী এবং যে দেশ বা প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে:

৯। আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণে এই পর্যন্ত পুঞ্জীভূত আমদানির পরিমাণ:

শর্তাবলি:

১। আমদানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এ বর্ণিত আদর্শমাত্রা অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।

২। লেবেলিং বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় হইতে হইবে।

৩। স্বাস্থ্য সনদে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, পরীক্ষণে নির্ধারিত ও অনুমোদিত আদর্শমাত্রা হইতে আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ নিম্নমানের প্রতীয়মান হইলে আমদানিকারী নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট কনসাইনমেন্ট রপ্তানিকারী দেশে ফেরত পাঠাইবেন।

৪। আমদানিকৃত মৎস্যখাদ্য রিপ্যাকিং করা ব্যতীত বিপণন করিবে।

৫। ব্যবহার নির্দেশিকা বস্তা বা প্যাকেটের গাঁয়ে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৬। আমদানিকালীন বা আমদানি উত্তর মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মজুদ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের যে কোনো নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে হইবে।

৭। এই অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম, স্বাক্ষর ও সিল

....
আবেদনকারী আমদানিকারক

অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মৎস্য সংগনিরোধ কর্মকর্তা, ----------------------- বন্দর।

২। কাস্টমস কর্মকর্তা,------------------------------------- বন্দর।

৩। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,.........।

৪। ....আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফরম-১৯

[বিধি ১৭(৪) দ্রষ্টব্য]

মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির অনাপত্তিপত্র

নিম্নবর্ণিত মৎস্যখাদ্য/মৎস্যখাদ্য উপকরণ ------------------------- (আমদানিকারী দেশের নাম) রপ্তানি করিবার নিমিত্ত অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হইল। এই অনাপত্তিপত্রে উল্লিখিত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ ব্যতীত অন্য কোনো মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানি করা যাইবে না এবং ....তারিখের পর এই অনাপত্তিপত্র কার্যকর থাকিবে না।

(ক) রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য উপকরণের বিবরণী—

১। মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের নাম/ব্রান্ড নাম (Brand name):

২। উপাদানসমূহের নাম/ জেনেরিক নাম (Name of ingredients/ Generic name):

৩। পরিমাণ (Amount):

৪। বহিঃগমন বন্দরের নাম (Port of destination):

প্রোফর্মা ইনভয়েস, তারিখ ও এইচএস কোড (Proforma invoice, date and HS Code)	প্রতি বস্তা/প্যাকেটের নেট ওজন (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Pack size: Kg/MT/CC/Ltr)	বস্তা / প্যাকেটের সংখ্যা (টি) (Number of pack)	মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম/টন/সিসি/লিটার) (Total weight: Kg/MT/CC/Ltr)

৫। রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টির আদর্শমাত্রা (Proximate analysis):

৬। প্রাণিজ আমিষের উৎস প্রাণী এবং যে দেশ বা প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে:

শর্তাবলি

১। রপ্তানিতব্য মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধান এবং আমদানিকারী দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।

২। লেবেলিং আমদানিকারীর দেশের ভাষা বা ইংরেজিসহ বাংলা ভাষায় হইতে হইবে।

৩। স্বাস্থ্য সনদ বা আমদানিকারী দেশের চাহিদা অনুযায়ী অন্য কোনো সনদ ব্যতীত রপ্তানি করা যাইবে না।

৪। উৎস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫। ব্যবহার নির্দেশিকা বস্তা বা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৬। রপ্তানিপূর্ব মজুদাগার বা কনটেইনারে উত্তোলন বা স্থিতিকালীন পরিদর্শনের সুবিধা অবাধ হইবে এবং নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম, স্বাক্ষর ও সিল

....
আবেদনকারী রপ্তানিকারক

অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মৎস্য সংগনিরোধ কর্মকর্তা, ----------------------- বন্দর, ------------------।

২। কাস্টমস কর্মকর্তা, ------------------------------------ বন্দর, ---------------।

৩। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা.....।

৪। ....আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

তফসিল-১৪

[বিধি ২(জ) ও ৫(১) দ্রষ্টব্য]

ছক-১

ক্রমিক নং	ফি এর বিষয়	আবেদন ফি (টাকায়)	লাইসেন্স ফি (টাকায়)	নবায়ন ফি (টাকায়)	আপিল ফি (টাকায়)
০১।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স (ক্যাটাগরি-১)	৫০০/-	২০,০০০/-	১০,০০০/-	৬,০০০/-
০২।	চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স ফি (ক্যাটাগরি-২)	৫০০/-	২০,০০০/-	১০,০০০/-	৬,০০০/-
০৩।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির লাইসেন্স ফি [ক্যাটাগরি-৩(ক)]	৫০০/-	২০,০০০/-	১০,০০০/-	৬,০০০/-
০৪।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির লাইসেন্স ফি [ক্যাটাগরি-৩(খ)]	৫০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	৬,০০০/-/
০৫।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ পাইকারী বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি [ক্যাটাগরি-৪(ক)]	২০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১,০০০/-
০৬।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি [ক্যাটাগরি-৪(খ)]	১০০/-	১,০০০/-	৫০০/-	৫০০/-

ছক-২

ক্রমিক নং	ফি এর বিষয়	আবেদন ফি (টাকায়)	সনদ ফি (টাকায়)
০১।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির অনাপত্তি ফি	নেই	নেই
০২।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির অনাপত্তি ফি	নেই	নেই
০৩।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির স্বাস্থ্যসনদ ফি	১,০০০/-	৩,০০০/-
০৪।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির স্বাস্থ্যসনদের মেয়াদ বৃদ্ধির ফি	নেই	১,০০০/-
০৫।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্যসনদ ফি	নেই	১,০০০/-
০৬।	মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানির স্বাস্থ্যসনদ সংশোধন বা পরিবর্তন ফি	নেই	১,০০০/-

নোট: মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের সকল ধরনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি এবং মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণের সকল ধরণের লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন ফি এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির আবেদন ফি ও লাইসেন্স ফি প্রযোজ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এ আকমল হোসেন আজাদ
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd